তারিখ: 28 AUG 2017
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...
দৈনিক ইত্তেফাক

পরীক্ষায় পাস-ফেলই জীবনের সব নয়

মো. নিজাম উদ্দিন

পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নের অন্যতম মাধ্যমকেই বুঝায়। পরীক্ষা নিয়ে ফলাফল বিবেচনা করে একজন শিক্ষার্থীকে তার মেধার প্রমাণস্বরূপ শিক্ষা সনদ দেওয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েই সবকিছু শেষ হয় না। পরীক্ষা গ্রহণের পর পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয় পরীক্ষার ফল। তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মেধার মান বিবেচনা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। একদল উত্তীর্ণ হয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরে আর অন্য দল যারা ফেল করে তারা দুঃখ নিয়ে ঘরে বসে থাকে।

সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে শতকরা ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। সংবাদ মাধ্যমের তুলে আনা খবরগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় এক ভিন্ন রকম খবর। যেখানে একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে তাকে নিজের জীবন দিয়ে মুক্তি পেতে হয়েছে এই সমাজের অপমানের বোঝা থেকে। এ জন্য দায়ী আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং সংকীর্ণ মানসিকতা। আমাদের সমাজের কিছু অসচেতন লোক ফেল করা শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা না বুঝেই তাদের সাথে অসদাচরণ শুরু করে দেয়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ফেল করাকে জীবনের সমাপ্তি মনে করে। বাস্তবিক পক্ষে একজন শিক্ষার্থী যখন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তখন তার মনের অবস্থা বিবেচনা করে তার সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেন সে পুনরায় পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। যেখানে শিক্ষার্থীকে পুনরায় পড়ালেখার জন্য উৎসাহিত করা উচিত, সেখানে আমাদের সমাজ তাদের সাথে এমন আচরণ করে যেন পরীক্ষায় ফেল করলো আর তার জীবনের ইতি হয়ে গেল।

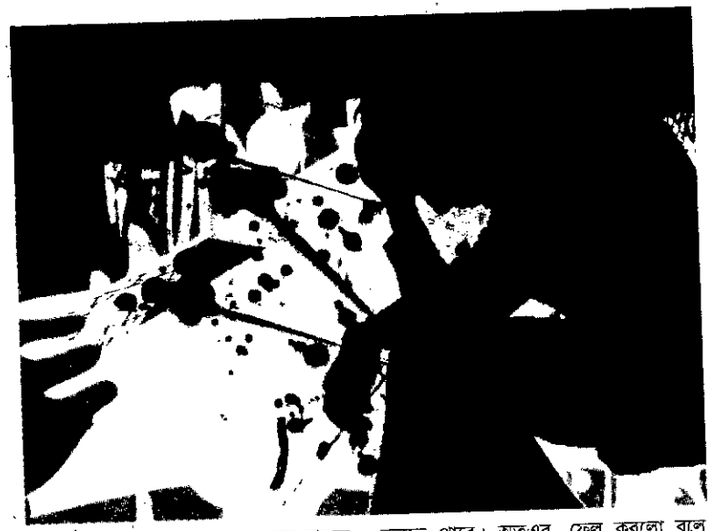

বর্তমানে আমাদের সমাজে একজন শিক্ষার্থীর মেধাকে পরীক্ষার ফলাফল এবং জিপিএ দিয়ে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর মেধা কখনই জিপিএর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রস্তুতির মধ্য থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন না আসলে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলও খারাপ হতে পারে। তাছাড়া বিষয় কোড, সেট কোড কিংবা ফরম পূরণে সামান্য ভুলত্রুটির কারণেও একজন শিক্ষার্থী ফেল করতে পারে। অতএব, ফেল করলো বলে একজন শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত বলে মনে করি না। আমরা পরীক্ষার্থীর মেধাকে ফলাফল অথবা জিপিএ দিয়ে তুলনা করি বলেই এ রকম সংকীর্ণ মানসিকতার সৃষ্টি হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ফেল করলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। মেয়েদের বলা হয় পরীক্ষায় ফেল করলেই বিয়ে দিয়ে দেব। কোনো মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করলে ১৬ বছরের ঐ মেয়েকে বাবা বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফেল করার কারণে অনেক মেয়েকেই বাল্যবিয়ে দেওয়া হয়। অথচ বাল্যবিয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে পরীক্ষায় ফেল করলে পড়ালেখা বন্ধ করে বাড়িতে বসে স্বামীর সংসারে গিয়ে কাজ করার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি বলে একজন শিক্ষার্থীর উপর যা ইচ্ছা তা চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করি।

আজও আমাদের সমাজ পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীকে ভিন্ন চোখে দেখে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবার সচেতন হলেও প্রতিবেশীরা ঐ শিক্ষার্থীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকেন। একজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীকে পুনরায় পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে হয়।

আমাদের এখন সচেতন হয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়া উচিত যাতে সে পুনরায় পরীক্ষা দিতে পারে। বাবা মায়ের উচিত নিজের সন্তান পুনরায় যাতে পরীক্ষা দিতে উদ্বুদ্ধ হয় সেই মানসিক শক্তিটুকু দিয়ে সাহায্য করা। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের সবার ভালো আচরণই তাদেরকে পুনরায় কৃতকার্য হতে সাহায্য করবে। সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতার লোকদের জন্য আর যেন কোনো অকৃতকার্য শিক্ষার্থী হেয় প্রতিপন্ন না হয়, সেজন্য আমাদের সবাইকে সার্বিকভাবে সচেতন হতে হবে। পরিশেষে শিক্ষার্থী বন্ধুদের বলব, 'পরীক্ষাই জীবনের সবকিছু নয়'। লোকের কথায় কান না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে ছুটতে থাকলে সফলতা একদিন আসবেই।

● লেখক : শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ

স্মারক নং ...
তারিখ ...
সচিব
ডিপ্লোমা এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর